PRANTIK GABESHANA PATRIKA
MULTIDISCIPLINARY-MULTILINGUAL-PEER REVIEWED-REFERRED-BI-ANNUAL DIGITAL RESEARCH JOURNAL
Website: SANTINIKETANSAHITYAPATH.ORG.IN
VOLUME-1 ISSUE-1 JULY 2022

মহামারীর বিশ্বায়ন

শুভময় চট্টোপাধ্যায়

LINK: https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2022/12/মহামারীর-বিশ্বায়ন-2-1.pdf

সারসংক্ষেপ: 'বিশ্বায়ন' এই তর্কাতীত শব্দটির কথা মাথায় রেখে ঘটে যাওয়া অতিমারীর এক রসায়ন তুলে ধরাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য। বিশ্বের ইতিহাস প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়া এক মারণ ভাইরাস আর কখনও এত প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। জাতীয়তাবাদী গণ্ডি ছেড়ে আন্তর্জাতিকতাবাদের দিকে যেন এক আতঙ্কময় যাত্রা। বিভিন্ন প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব তাঁদের নিজস্ব চিন্তার আঙ্গিকে বিশ্বায়নকে কাটা ছেঁড়া করেছেন — যেমন করেছেন Jeffrey D. Sachs. তিনি বিশ্বায়নকে ছয়টি ঢেউয়ের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। কিন্তু আমি মনে করি আমরা সপ্তম ঢেউয়ে প্রবেশ করেছি করোনার অতিমারির হাত ধরে। যে রোগ বিশ্বায়নের ইন্ধনে সারা পৃথিবীকে পরিব্যপ্ত করেছে, অতি দ্রুততার সঙ্গে। এই আলোচনায় আমি এর শেকড় অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি কী কারণে এই রোগের যাত্রাপথ শুরু হয়েছে? তার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কারণ অনুসন্ধানে করার চেষ্টা করেছি। যে কারণগুলির মাধ্যমেই হয়তো এই ধরনের রোগের আত্মপ্রকাশ এবং সারা পৃথিবীর হেলে পড়া অর্থনীতির কারণের জন্যও দায়ী।

সূচক শব্দ: বিশ্বায়ন, করোনা, অতিমারী, অর্থনীতি।

গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে বিশ্বায়ন শব্দটি আমাদের জনজীবনকে নাড়া দিতে শুরু করলেও, এই আন্দোলিত শব্দটি বা বিষয়টি ঠিক কবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা মহলে যথেষ্ট তর্কাতীত বিষয়। কেউ মনে করেন এটি প্রায় ৫০০০ বছর পুরোনো; কেউ মনে করেন এর যাত্রাপথ মোটামুটি ভাবে প্রায় ৫০ বছর। এখন প্রশ্ন হলো, হঠাৎ আমি বিশ্বায়ন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে বসলাম কেন? উত্তর হলো — আমি খোঁজার চেষ্টা করছি মহামারী বা অতিমারীর মধ্যে এর প্রাসঙ্গিকতা কতটা। অতিমারী বা কোভিড-১৯ এর সারা পৃথিবীব্যাপী বংশ বিস্তার। যেন এক ঘটে চলা — অদৃশ্য 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ'।

সাম্প্রতিক একটি Journal-এ (Once more when did globalization begin?) Kevin এবং Jeffrey সাহেবদ্বয় মনে করেছেন যে কলম্বাসের ভেলা ভাসতে শুরু করার সঙ্গেই বিশ্বায়নের ঢেউ আছড়ে পড়ে পৃথিবীর জনজীবনে। কিন্তু প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক সচ্ মনে করেছেন পৃথিবীর প্রথম জন্ম লগ্ন থেকেই মানুষ যখন মধ্য আফ্রিকার মধ্য দিয়ে যাযাবর জীবন শুরু করল তখনই বিশ্বায়ন শুরু হয়ে যায়। তাই আজ পর্যন্ত প্রায় সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বায়নের ঢেউ সারা পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত করেছে।

পৃথিবীতে সর্ব প্রথম কীভাবে জীব বা সজীব বস্তু এলো তার সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা নিখুঁত উত্তর আমি খুঁজে পাইনি। হয়ত ভবিষ্যৎ আমাদের এই রহস্য চিনিয়ে দিতে পারবে। প্রথম বিশ্বায়নের সূচনা হয়েছিল 'হোমোসেপিয়েন্সের' জন্ম লগ্ন থেকেই। আফ্রিকার মধ্যবর্তী স্থান থেকে শুরু করে আরও উত্তর পূর্ব পথ ধরে তারা বেরিয়ে পড়েছিল জীবন ধারণের তাগিদে। তারপর তা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীতে। মনে রাখতে হবে তখন পৃথিবীর মানচিত্র ছিল সম্পুর্ণ পৃথক। নিউলিথিক বিপ্লবের সমসাময়িক সময়কালে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১০,০০০ বছর আগে দ্বিতীয় বিশ্বায়ন ঘটে গিয়েছিল — পৃথিবীতে কৃষিকার্য, পশুপালন গ্রামীণ বসতি স্থাপন ইত্যাদির হাত ধরে। ভুমধ্যসাগরে রোমান রাজত্ব, চিনে হান রাজত্বের সময়কালের সময় কালেই এসেছিল তৃতীয় বিশ্বায়ন। এরপর চতুর্থ বিশ্বায়নে ভেলা ভাসিয়েছিল ক্রিস্টোফার কলম্বাস, ভাসকো-দা-গামা অর্থাৎ ইউরোপ থেকে এশিয়া ও আমেরিকার জলপথ আবিষ্কারের সঙ্গে। তৈরি হয়েছিল বিশ্ব অর্থনীতির জনজোয়ার। মানব সভ্যতায় সংযোজিত হয়েছিল অনেক নতুন অধ্যায়। অ্যাঙ্গোলো-আমেরিকা সময়-কালে এসেছিল পঞ্চম বিশ্বায়ন যখন থেকে প্রথমে ইউরোপ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আমেরিকা তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করতে শুরু করে। এর পরবর্তী সময়কালে আসে ষষ্ঠ বিশ্বায়ন। যখন মানব সভ্যতার মেল বন্ধন ঘটে তথ্য প্রযুক্তির অর্ন্তজালে। সারা পৃথিবী একটি পলেই বন্দি হয়ে পড়ে হাতের মুঠোয়। কিন্তু ২০১৯ সালের শেষে আমরা আরেকটি অদ্ভুত বিশ্বায়নের শিকার হই। তা হলো সপ্তম বা অতিমারীর বিশ্বায়ন। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনা নেই যে অতিদ্রুত করোনা ভাইরাসের প্রকোপের মতো ভয়ঙ্কর মৃত্যু মিছিল সারা পৃথিবীকে গ্রাস করেছে। এই আলোচনা থেকে একটি অনুভূতি হয়তো উঠে আসে — বিশ্বায়ন হলো এখন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সব কিছু অতিদ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীর মানচিত্রে।

মহামারী হোক আর অতিমারীই হোক অর্থনীতিবিদরা এটা সপ্তম বিশ্বায়ন বললেও এর পরিব্যপ্ততা কিন্তু ছিল যিশু খ্রিস্টের জন্মের ৪৩০ বছর আগে। গ্রিসের এথেন্সে এক মহামারীর দাপাদাপি শুরু হয়। অসুখের নাম জানা যায়নি। বিশ্বায়নের দৌলতে তা ডেরা বাঁধে মিশরে, লিবিয়ায় এবং ইথিওপিয়ায়। এথেন্সের অর্ধেক লোক এই মহামারীতে প্রাণ হারায় এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করে গ্রিক রাষ্ট্র স্পার্টা, যারা এথেন্সকে দখল করে। এই প্রসঙ্গে আমার এখন ইউক্রেনের অবস্থার কথাই মনে পড়ছে। এরপর ১৩৫৮ সালের 'ব্ল্যাক ডেথ' ১৪২৮ সালের কলেরা ১৯৫৭ সালের এশিয়ান ফ্লু ইত্যাদি যত বিপজ্জনক রূপ নিক না কেন, করোনার মতো এমন দুনিয়াব্যাপী বিধ্বংসী রূপ নিতে পারেনি।

১৮ই মার্চ ২০২০ খবরের প্রকাশ — "আজ অবধি পৃথিবীর ১৭০টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে করোনা এবং মনে হচ্ছে এদের মধ্যে একটি দেশও আগামী দিন গুলিতে তার নেপোটিজমের বিন্দুমাত্র হকদার হতে পারবে না।" ওই দিন সারা বিশ্বে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২০ লক্ষ ৪ হাজার ৭১৬ জন। বিষয়টিকে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার' (WHO) হিসাবের নিরিখে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। তাঁদের দেওয়া প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে —

- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ উহান মিউনিসিপ্যাল হেলথ কমিশন, চিন, হুবেই প্রদেশের উহানে নিউমোনিয়ার একটি ক্লাস্টার রিপোর্ট পেশ করে, যেখান একটি নতুন করোনাভাইরাস শনাক্ত করা হয়।

- ১ জানুআরি ২০২০ তৎক্ষণাৎ WHO সংস্থা জরুরী ভিত্তিতে তিনটি স্তরের IMST (ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট টিম) গঠন করে। সেগুলি ছিল সদর দফতর ভিত্তিক, আঞ্চলিক সদর দফতর ভিত্তিক এবং দেশস্তর ভিত্তিক পর্যায়। এতেই বিষয়টির গভীরতা উপলব্ধি করা যায়।
- ৫ জানুআরি ২০২০ WHO নতুন ভাইরাস নিয়ে আমাদের প্রথম রোগের প্রাদুর্ভাবের খবর প্রকাশ করে। সেখানে তারা সারা পৃথিবীকে সতর্ক করে দেয়। পাশাপাশি এই রোগের প্রার্দুভাবের ঝুঁকির মূল্যায়ন এবং পরামর্শের উল্লেখ ছিল। উহানের নিউমোনিয়া আক্রান্ত রোগীদের অবস্থা এবং জনস্বাস্থ্যের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চিন, উক্ত সংস্থাকে কী বলেছিল সে সম্পর্কেও রিপোর্ট ছিল। সেকথায় পরে আসছি।

সুতরাং, 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার' উক্ত পদক্ষেপ এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কতটা তাৎপর্যপূর্ণ ছিল তা নীচের লেখচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরলাম।

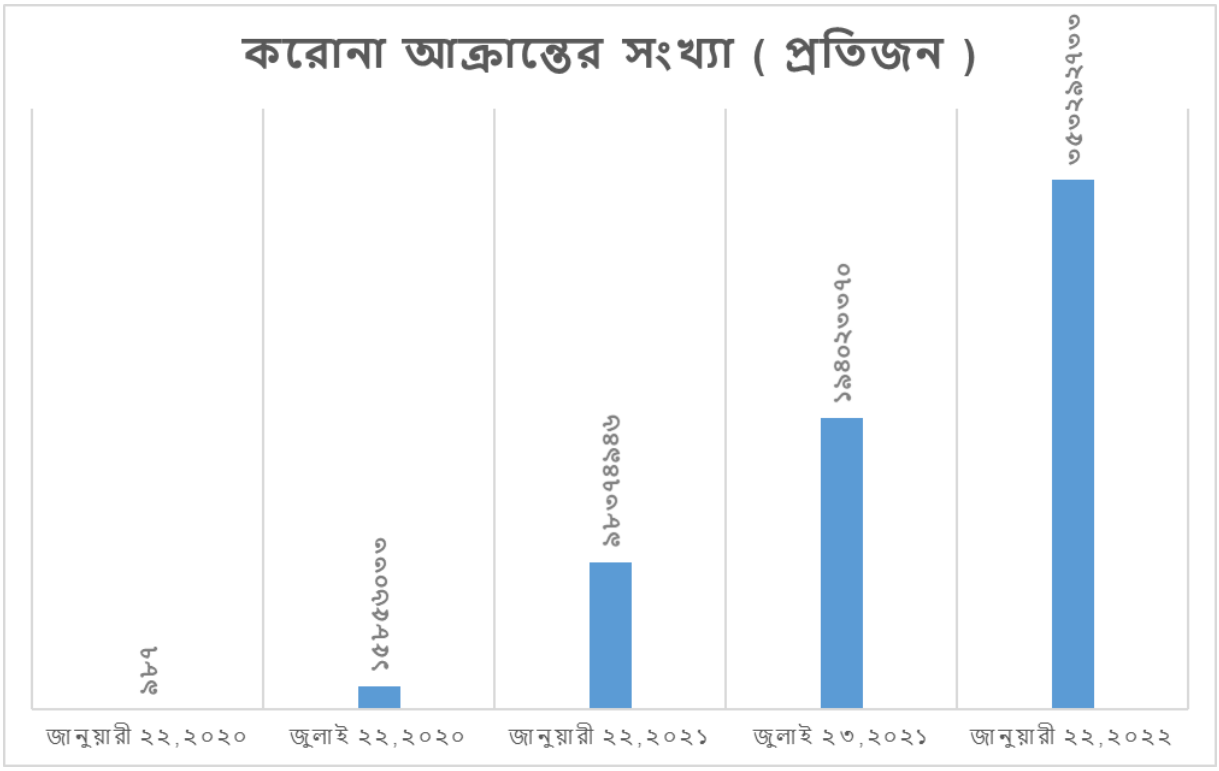

সূত্র: World meter

উপরের লেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে ২২ জানুআরি ২০২০ যেখানে করোনা রুগীর সংখ্যা ছিল ৯৮৭ জন, তা পরবর্তী ছ'মাসে সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ১, ৫৮, ৫৬০৩৩ জনে। বর্তমানে যা ৩৫, ৩২, ৯২৭৩৩ জন (জানুআরি ২২,২০২২)। এই তথ্যই বলে দিচ্ছে আমরা এখন রয়েছি সপ্তম বিশ্বায়নের লগ্নে। আজ পর্যন্ত করোনাভাইরাস COVID-১৯ ২২৮টি দেশ এবং অঞ্চলকে প্রভাবিত করছে।

মৃত্যুর কথায় আর গেলাম না। যার সূত্রপাত হয়েছিল চিন দেশের উহানে বিশ্বায়নের দৌলতে তা সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু মজার বিষয় হলো, যে রোগটি চিন থেকে ছড়াল, পৃথিবীর প্রথম জনবহুল দেশ হওয়া সত্ত্বেও আজ আক্রান্তের তালিকায় শীর্ষ ১০০ দেশের মধ্যেও নেই। নীচের তালিকায় বিষয়টি দেখা যাক।

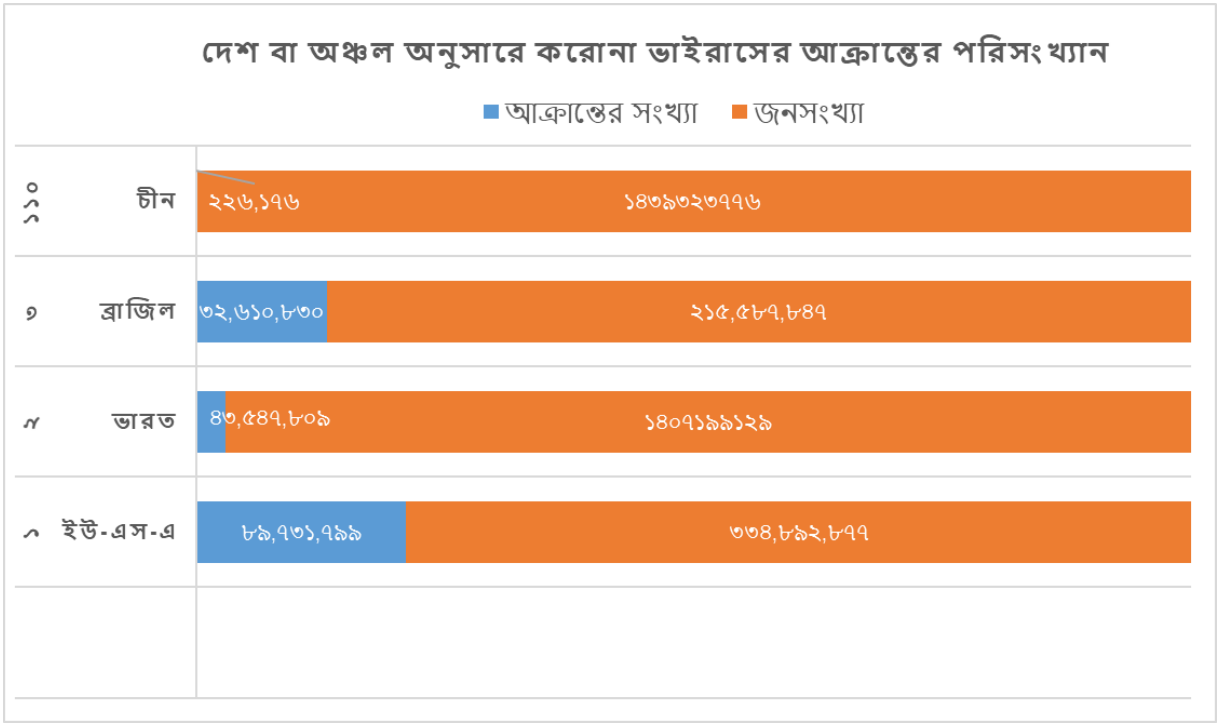

সময়কাল জুন, ২০২২ সূত্র: World meter

ইতিহাসে ঘটে যাওয়া শিল্প বিপ্লব, সবুজ বিপ্লবের সুফল বিশ্বায়নের হাত ধরে হয়তো এত দ্রুত সারা পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত করতে পারেনি, যত দ্রুত করোনার প্রকোপ সারা পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত করেছে। এই রোগের উৎপত্তিও ছিল বাদুড় নামক স্তন্যপায়ী প্রাণী। যেমন অতীতেও বিভিন্ন রোগের উৎপত্তির জন্য দায়ী ছিল বিভিন্ন কীটপতঙ্গ ও জীবজন্তু। আমি এখানে খোঁজার চেষ্টা করেছি কেন বাদুড়ই এই সর্বনাশ ডেকে আনল। এর উত্তর হলো চিনের ভ্রান্ত অর্থনীতি এই প্রকোপের জন্য দায়ী আর ছড়িয়ে পড়ার জন্য একটি নীতি — তা হলো বিশ্বায়ন। আমি তার আলোচনায় পরে আসছি।

পৃথিবীর ইতিহাসে মহামারী এসেছে দুটি দিক থেকে। প্রথমে এসেছে কোনো দ্রুত ছড়িয়ে পড়া রোগের মাধ্যমে যেমন কলেরা, বসন্ত এবং সর্বশেষ সংযোজন করোনা ও তার বিভিন্ন ভেরিয়েন্ট। পাশাপাশি দ্বিতীয় আরেক মহামারী ঘটে চলছিল যা হলো শোষণ, লোভ, রাজস্ব আদায়ের চাপ, অনাবৃষ্টি, ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটি কবিতার পংক্তি তুলে ধরলাম —

"*হে মহামানব, একবার এসো ফিরে*
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভিড়ে,
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার;
লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।
এই যে আকাশ, দিগন্ত, মাঠ স্বপ্নে সবুজ মাটি
নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি;

কোথাও নেইকো পার
মারী ও মড়ক, মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার
আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল,

এখানে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল,
ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটেতে জমেছে নির্জনতার কালো,
হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।"

ব্রিটিশরাজের আমলে একের পর এক মহামারী আর মন্বন্তরে ভারত ধ্বংস হয়েছে। সেখানেও ছিল ব্রিটিশরাজের বিশ্বায়নের দাপাদাপি। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠেও সেই ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাই। সুতরাং এই ধরণের মহামারীর পিছনেও বিশ্বায়ন, ভ্রান্ত ও শোষিত অর্থনৈতিক নীতিই দায়ী ছিল।

এবার আসা যাক করোনার উৎস সন্ধানে। যেখানেও সেই ভ্রান্ত অর্থনৈতিক নীতি ও বিশ্বায়নের চালিকা শক্তি এর ইন্ধন যুগিয়ে ছিল। বাকিটা পাঠকের চিন্তা ধারার ওপর। প্রথম প্রশ্ন হল চিনদেশে হঠাৎ এই রোগের উৎপত্তি হলো কেন? পৃথিবীতে তো অনেক দেশই ছিল! বিষয়টি আলোচনায় আসা যাক — চিনে কৃষকরা দিব্যি চাষ করে আসছিল ভূপৃষ্ঠে, মাটির ওপরে। এই করেই উৎপাদিত হচ্ছিল নানা ফসল। সবাই খেয়েপরে বেঁচে ছিল। কিন্তু ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক চিনে এক মহা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাতে সরকারি হিসাবে মাত্র দেড় কোটি এবং বেসরকারি হিসাবে চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে এমন — বিশাল দুর্ভিক্ষ কোনো গণতান্ত্রিক দেশে ঘটেছে কিনা সন্দেহ। পরবর্তীকালে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি অনেক গল্পই শুনিয়েছিল। কিন্তু ভ্রান্ত অর্থনীতিই এর জন্য দায়ী এবং করোনার বীজ এখান থেকেই বোনা শুরু হয়েছিল। তা আজ সারা পৃথিবীর বিধ্বস্ত অর্থনীতি এক চরম সত্যের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বলে আমার মনে হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে যে করোনার প্রকোপ সবচেয়ে বেশি নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে।

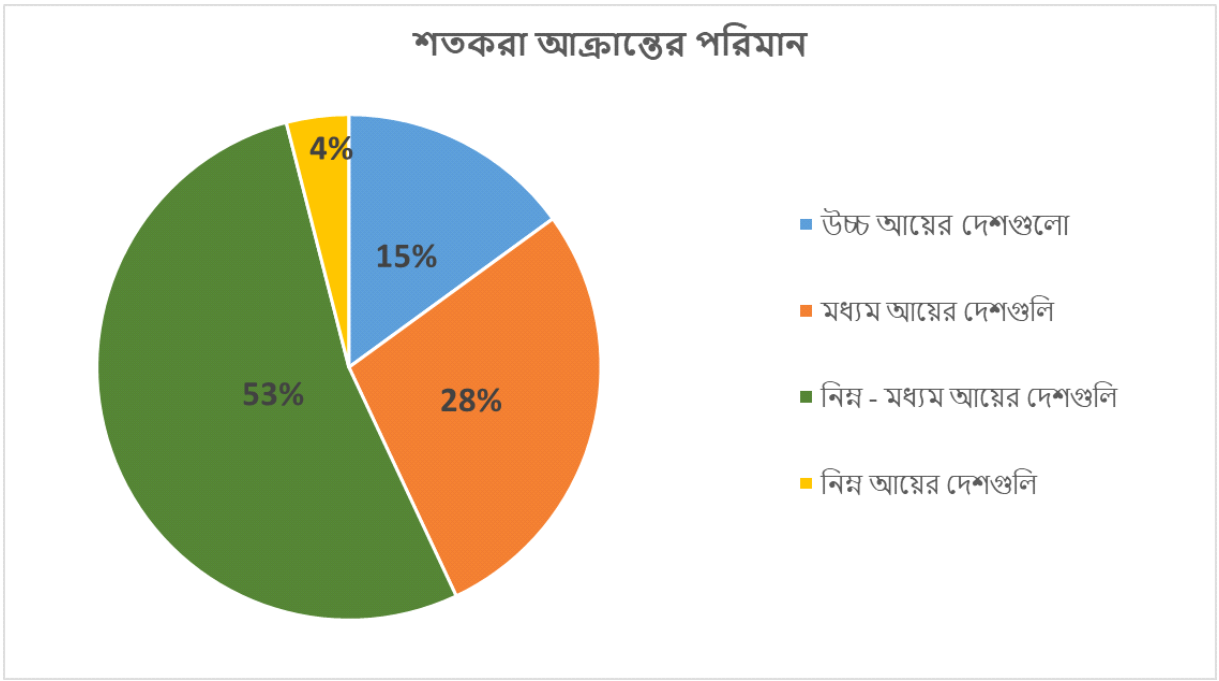

সময়কাল জুন, ২০২২ সূত্র: WHO

প্রশ্ন হলো — চিন দেশে কি এমন রেসিপি ছিল তারা শাকসবজি, শস্য দানার বদলে আদিম গুহা মানবের মতো এখনো পোকামাকড়, ইঁদুর, বাদুড়, খায়? দুর্ভিক্ষের পূর্বে চিনে এক নতুন সরকারি নীতির প্রয়োগ ঘটে — তা হলো মাটির গভীরে অন্তত .১/২ মিটার নীচে চাষ করতে হবে। কেন? বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছিলেন — ভূপৃষ্ঠের নীচের মাটিই সবচেয়ে উর্বর। তাই মাটির ওপরের ত্বক খুঁড়ে গভীরে চারা

রোপণ করতে হবে। ফলে সারা দেশের মাটি খুঁড়ে ফেলা হতে লাগল। নীচ থেকে বালি পাথর সহ নানা জিনিসপত্র এমন উঠে এল ফলে চিনে চাষ আবাদ স্তব্ধ হয়ে উঠল। ওপরের সত্যিকারের উর্বর মাটি নষ্ট হয়ে গেল। খাদ্য সঙ্কট শুরু হলো। পরবর্তীকালে শুরু হলো চড়াই পাখি সংহার পর্ব। চড়াই ফসল ক্ষতি করছে — এই বাতাবরণ তৈরি করে সরকারি নির্দেশে চড়াই পাখি মারতে শুরু করা হলো। কিন্তু বিষয়টি ছিল ভ্রান্ত বরং চড়াই ক্ষেতের অনেক পোকামাকড়ের প্রকোপ কমিয়ে দিত। চড়াই নিধনের ফলে পোকামাকড়ের উপদ্রবে কৃষিকার্য ব্যাহত হতে শুরু হলো। আচমকাই কৃষি বিশেষজ্ঞদের ঘোষণায় পতঙ্গভুক পাখিরা ফসলভুক বলে চিহ্নিত হয়ে গেল। বাস্তুতন্ত্র ভীষণ ভাবে লঙ্ঘিত হলো। মানুষ অনাহারে থাকতে থাকতে গাছের পাতা ইঁদুর, বাদুড়, পোকামাকড়, কুকুর ইত্যাদি ধরে ধরে খেতে শুরু করল। এর ধারাবাহিকতা এখনো সে দেশে বর্তমান। পরিণতিতে আরেকটি নতুন রোগের জন্ম — বিশ্বায়নের পথ ধরে তা পরিব্যাপ্ত। সময়ই বলবে এর শেষ কোথায়? বিশ্বায়ন আর্শীবাদ না অভিশাপ?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রদত্ত ৫ জানুআরি ২০২০এর প্রতিবেদনে ফিরে আসা যাক। চিনে করোনার উৎস সন্ধানে WHO যে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করেছিল তার থেকে যে তথ্য বেরিয়ে আসে তা এইরকম — হুনান হলো উহান প্রদেশের একটি জনপ্রিয় বাজার, যেখানে জীবিত ও মৃত বিভিন্ন পশু-পাখি বিক্রি হয়ে থাকে। ৯ জুন সাংহাই থেকে প্রকাশিত 'রয়টার্স' তার রিপোর্টে বলে — ২০১৯ সালের শেষের দিকে শহরে কোভিড -১৯ এর প্রথম কেস রিপোর্ট হওয়ার আগের আড়াই বছরে ৪৭, ০০০ এরও বেশি জীবিত প্রাণী উহানের বাজারে বিক্রি হয়েছিল, যার মধ্যে বেশ কিছু বন্যপ্রাণী ছিল যেগুলোর ক্ষেত্রে রোগের ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি ছিল। ওপেন এক্সেস জার্নাল সায়েন্টিফিক রিপোর্টে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে — মে ২০১৭ থেকে নভেম্বর ২০১৯ সালের মধ্যে উহানের ১৭টি বাজারে ৩৮টি প্রজাতি বিক্রি করা হয়েছিল, যার মধ্যে ৩১টি ছিল সংরক্ষিত প্রজাতির যেগুলি স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়ায়। মানব COVID-১৯ সংক্রমণের প্রথম দিকের অনেকগুলি ঘটনা উহানের হুয়ানান সামুদ্রিক খাবারের বাজারের সঙ্গেও যুক্ত ছিল। প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল যে, সেখানে SARS-CoV-2 প্রথম মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হয়। ২০২০ সালে করোনা সংক্রমিত হয়ে যাবার পর বাজারে প্রাণী বিক্রি বন্ধ হওয়ার এই ঘটনা কিন্তু একটা ধোঁয়াশা সৃষ্টি করেছে। মার্চের শেষে প্রকাশিত WHO-চীনের যৌথ সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে ২০১৯ সালে হুয়ানানের বাজারে জীবিত স্তন্যপায়ী প্রাণী বিক্রি হয়েছিল এমন কোনো যাচাইকরা প্রতিবেদন নেই। তবে তারা স্বীকার করেছে অতীতে সেখানে যে স্তন্যপায়ী প্রাণী বিক্রি হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। রিপোর্টে 'স্তন্যপায়ী প্রাণী' কথাটির উল্লেখের মধ্যে দিয়ে তারা বাদুড়ের বিভিন্ন প্রজাতির উল্লেখ যত্নের সঙ্গে এড়িয়ে গেছে। তবে মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন জাগে — হঠাৎ কেন ২০১৯ সালে ''হুয়ানানের বাজারে জীবিত স্তন্যপায়ী প্রাণী বিক্রি' বন্ধ হয়ে গেল? তবে কি উহানে প্রথম COVID-১৯ প্রাদুর্ভাবের পরে, চিন বন্যপ্রাণী পাচার রুখতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং অনেক বাজার বন্ধ করে দিয়েছে? সুতরাং বিশ্বায়ন-বাণিজ্য-অর্থনীতি-ভোগ তালিকার পরিবর্তন সবই একই সূত্রে গ্রন্থিত।

বিষয়টি অন্য ভাবে ভাবলে দেখা যায় যে, ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের শুরু হবার ফলে শিল্পের প্রযুক্তিগত আবিষ্কার ও ব্যবহার ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীকে গ্রাস করেছিল। এর ধারা আজও অব্যাহত। আধুনিক সভ্যতা সেই প্রযুক্তিকে পাথেয় করে আজও আরো অনেক বেশি আত্মকেন্দ্রিক, সময় সাশ্রয়ী মাধ্যম হয়ে পড়েছে। কিন্তু এর পরিণতিতে জুটেছে — বিশ্ব উষ্ণায়ন, রেডিয়েশনের কু-প্রভাব ইত্যাদি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবছর সংঘটিত আয়লা, আমফান, যশ তারই ফলশ্রুতি। যার সুদূর প্রসারী প্রভাব আমাদের ভারতীয় অর্থনীতিকেও ধীরে ধীরে গ্রাস করে চলেছে। সুতরাং বিশ্বায়নের হাত ধরে পরিবেশ দূষণ ও ভারতীয় অর্থনীতির ভবিষ্যৎ খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়।

'Economic Bad' এই কথাটির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থায় আমরা নিজেদের 'মুনাফা সর্বাধিকরণ'এর তাগিদে এমন কিছু নিয়ম নীতি অবলম্বন করে ফেলি যার ফল হয় সুদূর প্রসারী। কলকারখানার কালো ধোঁয়া, সারের অতিরিক্ত ব্যবহারে জমির উর্বরতা হ্রাস, অতিরিক্ত কীটনাশকের প্রভাবে খাদ্য দ্রব্যের গুণগত মানের হ্রাস ইত্যাদি যা প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতারই দ্যোতক ভাবা

যেতে পারে। এর ফলশ্রুতি মানুষ প্রতি পদক্ষেপে অনুধাবন করতে পারছে। ক্যানসারের মতন মারণ রোগের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। ধূমপান না করেও অনেক মানুষ আজ এই রোগের শিকার হচ্ছে। মানুষ বুক ভরে শুদ্ধ অক্সিজেন নিতে পারছে না। এই বায়ু দূষণ কেবলমাত্র স্বাস্থ্যেরই ক্ষতি করছে না, করছে অর্থনীতিকেও। বর্তমান পরিসংখ্যান বলছে ভারতে বায়ু দূষণের ফলে অর্থনৈতিক ব্যয় GDPএর প্রায় ৭% বা ১৪ লক্ষ কোটি টাকা যা আমাদের দেশের আর্থিক ঘাটতির প্রায় দ্বিগুণ। ভারতের জাতির জনক বলেছিলেন — "action expresses Priorities". মানব সভ্যতার সংকটের সময়কালে সম্মিলিত ভাবে কীভাবে কাজ করা যায়, Covid আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। Kevin H. O'rourke & Jeffrey G. Williamson, "*Once more: When did globalization begin?*" European Review of Economic History Vol. 8, No. 1 (APRIL 2004), pp. 109-117 (9 pages), Oxford University Press.

২। Jeffrey D. Saches, 'The Ages of Globalization', Columbia University Press.

৩। আনন্দবাজার পত্রিকা ১৮ই মার্চ ২০২০।

৪। সুকান্ত ভট্টাচার্য রচনাবলী।

৫। Tombstone, 'The Great Chinese Famine, 1958–1962', By Yang Jisheng and Edward Friedman (Editor), New York: Ferrar, Straus, Giroux, 2012, 656 pages, ISBN: 978-0374277932.

৬। নন্দিতা মুখোপাধ্যায় সেনগুপ্ত, 'মহা উল্লম্ফন ও তিক্ত তিনটি বছর', একা একা, সাহিত্য সমাজ ইতিহাস পত্রিকা (বর্ষ ৬, সংখ্যা ৬)।

৭। গুগল এবং উইকিপিডিয়া।

৮। Covid map: Coronavirus cases, deaths, vaccinations by country By The Visual and Data Journalism Team, BBC News (bbc.com)

৯। Reuters, 'Study shows nearly 50,000 live animals on sale in China's Wuhan before COVID-19 began', June 9, 2021, 10:36 AM GMT+5:30

লেখক পরিচিতি:

শুভময় চট্টোপাধ্যায়: কবি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ে অর্থনীতির পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গবেষণা-ধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেন।